সংবাদ

তারিখ ... 3 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৩ ...

পাবনায় দু'রকম প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে ৯১ শিক্ষার্থী বিপাকে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

পাবনায় স্থানীয় প্রশাসনের ভুলের কারণে চলতি এইচএসসি পরীক্ষার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (বিএম) বিভাগের পরীক্ষায় দু'রকমের প্রশ্নপত্রে অংশগ্রহণ করে বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। এখন তারা ফলাফল নিয়ে শঙ্কিত।

জানা যায়, পাবনা সদর উপজেলার টেবুনিয়া শামসুল হুদা ডিগ্রি কলেজের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (বিএম) শাখা থেকে ৯১ পরীক্ষার্থী রোববার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষাকেন্দ্র- সদরের শহীদ এম মনসুর আলী ডিগ্রি কলেজে। সেখানে পরীক্ষা হলে ওই শিক্ষার্থীদের 'ক' ও 'খ' সেটের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। কিন্তু একই পরীক্ষায় দু'রকমের প্রশ্নপত্রে তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ফলাফল নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। একটি সূত্র জানায়, পরীক্ষার শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

শিক্ষার্থী : বিপাকে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দিনে পরীক্ষা হলে পরীক্ষার্থীদের সরবরাহকৃত লেখার খাতায় কোথাও 'ক' ও 'খ' সেট পূরণের বৃত্তঘর ছিল না। সেহেতু পরীক্ষা হলে দায়িত্বরত কক্ষ পরিদর্শক শিক্ষার্থীদের জানান, যে যে সেট পেয়েছে, তাকে ওই সেটের প্রশ্ন অনুসারেই উত্তর দিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপকালে শহীদ এম মনসুর আলী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ (কেন্দ্র সচিব) মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, যারা প্রথমবার পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের 'খ' সেট ও যারা নিয়মিত পরীক্ষার্থী তারা 'ক' সেট প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু প্রশাসনের ভুলের কারণে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এজন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই।

টেবুনিয়া শামসুল হুদা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ এনামুল হক টগর বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। অপর একটি সূত্র জানায়, পরীক্ষা নেয়ার সময়ে বোর্ড কর্তৃক নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি প্রশ্নপত্রের সেট পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট বিভাগে। নিয়ম অনুসারে সেখান থেকে প্রথম সেটটি তোলার পর পরীক্ষা গ্রহণ করার কথা। কিন্তু কিভাবে 'ক' ও 'খ' সেট একই সঙ্গে ওই দফতর থেকে উত্তোলন করে আবার একই সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলো এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। সূত্রটি দাবি করছে, প্রথম সেটের প্রশ্নপত্র ফাঁস বা যে কোন কারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে দ্বিতীয় সেট বা তদোধিক বোর্ড প্রেরিত সেট দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের বিধান রয়েছে।